ল্যাম্ব (ভেড়ার মাংস) উৎপাদনে ইউএমএস এর ব্যবহার

সমাজভিত্তিক ও বাণিজ্যিক খামারে দেশী ভেড়ার উন্নয়ন ও সংরক্ষণ প্রকল্প, কম্পোনেন্ট-এ (২য় পর্যায়)

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট

সাভার, ঢাকা ১৩৪১

ভূমিকা

সঠিক ও বিজ্ঞান সম্মত খাদ্য ব্যবস্থাপনা লাভজনক ভেড়ার খামার পরিচালনার অন্যতম পূর্বশত। মোট উৎপাদন ব্যয়ের ৬০-৭০% খাদ্য ব্যবস্থাপনায় ব্যয় হয়। তুলনামূলক ভাবে ভেড়া পালনে অন্যান্য গৃহপালিত প্রাণীর চেয়ে খাদ্য খরচ কম হয়। ভেড়া স্বাভাবিক ও প্রতিকূল উভয় অবস্থাতেই শুকনো খড় ও খড় জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করে বাঁচতে পারে। বাংলাদেশে প্রাণি খাদ্যের বিশেষ অভাব থাকায় সাধারণত গ্রাম অঞ্চলে খড় জাতীয় খাদ্যই প্রাণী খাদ্যের প্রধান উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়। সাধারণ খড়ের পুষ্টিমাণ খুবই কম, যা প্রাণীর যথাযথ পুষ্টি চাহিদা পূরণে স্বক্ষম নয়। ধানের খড়ে ক্রুড প্রোটিনের পরিমাণ খুবই কম থাকায় তা প্রাণীর প্রোটিনের চাহিদা সম্পূর্ণ ভাবে পূরণ করতে পারে না। এ জন্য খড়কে ইউরিয়া এবং চিটাগুড়ের মাধ্যমে প্রক্রিয়াজাত করে এর পুষ্টিমাণ বৃদ্ধি করা যেতে পারে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, বাড়ন্ত ভেড়ার ক্ষেত্রে কাঁচা ঘাসের পরিবর্তে সম্পূর্ণ ভাবে ইউএমএস (ইউরিয়া-মোলাসেস মিশ্রিত) খড় খাওয়ালে উৎকৃষ্ট ফলাফল পাওয়া যায়। আমাদের দেশে ভেড়ার চারণভূমি খুবই কম বা নাই বললেই চলে। বাণিজ্যিক খামার স্থাপনে নিবিড় পালন ব্যবস্থার (আবদ্ধ পদ্ধতি) কোন বিকল্প নেই। ল্যাম্ব উৎপাদনে ইউএমএস এর ব্যবহার খাদ্য ব্যবস্থাপনাকে আরও সহজ লভ্য ও ভেড়া পালনকে লাভ জনক করতে পারে। পাশাপাশি বাণিজ্যিক খামার স্থাপনকে উৎসাহিত করবে।

ল্যাম্ব উৎপাদনের জন্য সঠিক ভেড়া নির্বাচন

এক বছরের কম বয়সী ভেড়ার বাচ্চাকে ল্যাম্ব বলা হয়। এর মাংস ল্যাম্ব নামে পরিচিত। গবেষণায় দেখা গেছে যে, ল্যাম্ব উৎপাদনে নিবিড় পালন ব্যবস্থাপনায় উৎকৃষ্ট ফলাফল পাওয়া যায়। নিবিড় পালন ব্যবস্থা বলতে ভেড়াকে সম্পূর্ণ আবদ্ধ অবস্থায় পালন করাকে বুঝায়। এ ব্যবস্থাপনায় ভেড়া মোটাতাজাকরণে সর্বপ্রথম ৩-৪ মাস বয়সী বাড়ন্ত ভেড়া নির্বাচন করতে হবে। এ ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজনীয় মোট খাবারের ৪০ ভাগ শুষ্ক পদার্থ ইউএমএস মিশ্রিত এবং বাকি ৬০ ভাগ শুষ্ক পদার্থ দানাদার খাবার হতে সরবরাহ করা হয়।

ইউরিয়া মোলাসেস মিশ্রিত খড় বা ইউএমএস তৈরী

ইউএমএস তৈরীর প্রথম শর্ত হলো এর উপাদানের অনুপাতসমূহ সবসময় ঠিক রাখতে হবে। অর্থাৎ, ১০০ ভাগ ইউএমএস মিশ্রিত পদার্থের মধ্যে ৮২ ভাগ শুষ্ক খড়, ১৫ ভাগ মোলাসেস এবং ৩ ভাগ ইউরিয়া থাকতে হবে। সহজ ভাষায়, ১০০ কেজি শুকনো খড়ের জন্য ৫০ থেকে ৭০ লিটার পানি ঘনত্বের উপর নির্ভর করে ২১-২৪ কেজি মোলাসেস এবং ৩ কেজি ইউরিয়া প্রয়োজন হয়।

টেবিল ১ ঃ ইউএমএস প্রস্তুতের জন্য বিভিন্ন উপাদানের আনুপাতিক হার

শুকনো খড় (কেজি)	পানি (লিটার)	মোলাসেস (কেজি)	ইউরিয়া (কেজি)
৫	২.৫-৩.৫	১.০৫-১.২০	০.১৫
১০	৫.০-৭.০	২.১০-২.৪০	০.৩০
২০	১০.০-১৪.০	৪.২০-৪.৮০	০.৬০
৫০	২৫.০-৩৫.০	১০.৫০-১২.০০	১.৫০
১০০	৫০.০-৭০.০	২১.০০-২৪.০০	৩.০০

প্রথমে সংরক্ষিত খড়কে রোদে শুকাতে হবে এবং শুকনো খড়কে ১.০-১.৫ ইঞ্চি করে কাটতে হবে। তারপর, প্রয়োজনমত খড়, পানি, মোলাসেস ও ইউরিয়া মেপে নিতে হবে। এবার খড়গুলো একটি লম্বা পলিথিনের উপর বিছিয়ে অন্য একটি পাত্রে পানি, মোলাসেস ও ইউরিয়া ভালভাবে মেশাতে হবে যেন সম্পূর্ণ দ্রবণটুকু সহজেই খড়ের সাথে মিশে যায়। এবার, মিশ্রণটিকে বিছানো খড়ের উপর আস্তে আস্তে ঝরনা বা হাত দিয়ে ছিটিয়ে দিতে হবে। সাথে সাথে খড়টি উল্টিয়ে দিতে হবে যেন খড় দ্রবণটি চুষে নেয়। ইউএমএস মিশ্রণটির অর্ধেক অংশ সকালে সরবরাহ করতে হবে এবং বাকী অংশ বিকালে সরবরাহের জন্য পলিথিন দিয়ে ভালভাবে ঢেকে রাখতে হবে।

উক্ত খড়ের মিশ্রণে শতকরা ১০.৭৪ শতাংশ ক্রুড প্রোটিন এবং ৬.১১ মেগাজুল/কেজি ড্রাইম্যাটার বিপাকীয় শক্তি বিদ্যমান। যা নিঃসন্দেহে সাধারণ খড় থেকে অনেক বেশি।

ইউরিয়া মোলাসেস মিশ্রিত খড়

দানাদার খাদ্য

দানাদার খাদ্যের মিশ্রণ তৈরী

দানাদার খাদ্যের মিশ্রণ তৈরীর জন্য ভূট্টা ভাঙ্গা, সয়াবিন মিল, গমের ভূষি, ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স, খাবার লবণ ও ডাইক্যালসিয়াম ফসফেট নিচের ছক অনুযায়ী ব্যবহার করতে হবে। উপাদান সমূহ ভালভাবে মিশিয়ে সকাল ও বিকেলে ভেড়াকে সরবরাহ করতে হবে।

টেবিল ২ ঃ দানাদার খাদ্যের সাধারণ মিশ্রণ

ক্রমিক নং	উপাদান	শতকরা হার
১.	ভূট্টা ভাঙ্গা	৪২.০০
২.	সয়াবিন মিল	৩৮.০০
৩.	গমের ভূষি	১৭.০০
৪.	ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	১.০০
৫.	খাবার লবণ	১.০০
৬.	ডাই ক্যালসিয়াম ফসফেট	১.০০
	মোটঃ	**১০০.০০**

উপরোক্ত দানাদার মিশ্রণে শতকরা ২২.৭৭ ভাগ আমিষ বা প্রোটিন এবং ১১.৩১ মেগাজুল / কেজি ড্রাইম্যাটার বিপাকীয় শক্তি রয়েছে।